

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা কর্মসূচীতে বিশ্ব লুপাস দিবস উদযাপিত

লুপাস রোগ সম্পর্কে মানুষ জানাতে হবে, চিকিৎসা সম্প্রসারিত করতে হবে দেশব্যাপী: উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান বলেছেন, লুপাস বা এসএলই রোগ সম্পর্কে মানুষকে জানাতে হবে, এ সম্পর্কিত চিকিৎসাসেবা শুধু ঢাকা কেন্দ্রিক নয়, ছড়িয়ে দিতে হবে দেশব্যাপী। লুপাস রোগ সম্পর্কে মানুষ খবুই কম জানেন। মানুষকে জানানোর বিষয়ে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত



গুরুত্বপূর্ণ। লুপাস রোগীদের চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি পুনর্বাসনও জরুরি। উপাচার্য বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসনের দুয়ার খোলা রয়েছে। দায়িত্ববোধ থেকেই লুপাস আক্রান্ত রোগীদের জন্য শয্যা সংখ্যাবৃদ্ধিসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহায়তা করা হবে। তিনি আরো বলেন, বিশ্ব দরবারে বাঙালি গৌরাবান্বিত জাতি। বাঙালি হারতে জানেন না। এদেশের লুপাস রোগীরাও হারবেন না। বিশ্ব লুপাস দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিলন হলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের রিউম্যাটোলজি বিভাগ, লুপাস ফাউন্ডেশন অফ বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ রিউম্যাটোলজি সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সচেতনতামূলক আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। দিবসটি পালন উপলক্ষে র্যালির আয়োজন করা হয় এবং রোগীদের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট, লুপাস গাইড বই বিতরণ করা সহ রোগীদের সাথে সচেতনতামূলক পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া সেশন বা মতবিনিময়ের আয়োজন করা হয়। লুপাস ফাউন্ডেশন অফ বাংলাদেশ-এর সভাপতি অধ্যাপক ডা. এম এন আলম-এর সভাপতিত্বে আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল। আরো বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রিউম্যাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মিনহাজ রহিম চৌধুরী, ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আব্দুর রহিম, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও লুপাস ফাউন্ডেশন অফ বাংলাদেশ-এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক ডা. সৈয়দ আতিকুল হক, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন লুপাস ফাউন্ডেশন অফ বাংলাদেশ-এর মহাসচিব ফারহানা ফেরদৌস। রোগীদের মাঝে বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদা ফাতেমা ইতি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রশান্ত মজুমদার প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার তাঁর বক্তব্যে লুপাস রোগীদের হতাশ না হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপনে থাকার প্রবণতা ধরে রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরো বলেন, লুপাস রোগীদের চিকিৎসা ব্যয় যাতে রোগীদের সামর্থ্যের মধ্যে থাকে তা বিবেচনায় রাখতে হবে। চিকিৎসকদের ওষুধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। লুপাস রোগীদের দরদ, যত্ন ও ভালোবাসা দিয়ে সেবা দিতে হবে।

উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ তাঁর বক্তব্যে লুপাস রোগ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও লুপাস রোগীদের চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

অন্য বক্তারা বলেন, বিশ্বে ৫০ লাখ লুপাস রোগে আক্রান্ত রোগী রয়েছেন। এ রোগ প্রতি এক লক্ষে ২০ থেকে ১৫০ জনের হতে পারে। শতকরা ৯০ ভাগ লুপাস রোগী কমবয়সী মহিলা। শতকরা ৬৫ ভাগ রোগীর বয়স ১৬ থেকে ৫৫ এর মধ্যে, শতকরা ২০ ভাগ ১৬ বছরে নীচে এবং শতকরা ১৫ ভাগ ৫৫ বছরের বেশী। ছেলেদের এই রোগের প্রকোপ মেয়েদের চেয়ে অনেক কম। অন্য বক্তারা এ রোগের চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি বিশেষ করে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, নতুন পদ সৃষ্টি ও গবেষণার সুযোগ-সুবিধার উপর গুরুত্বরোপ করেন।

আলোচনা অনুষ্ঠানে জানানো হয়, লুপাস সম্পর্কে বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে সুস্পষ্ট ধারণা নেই। ফলে এ রোগ নিরূপিত হবার সাথে সাথে রোগী, পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও নিকট সমাজ নিজেদের মতো করে এ রোগের খারাপ পরিণতি নিয়ে দুঃশ্চিন্তা ও অপব্যখ্যা করতে থাকে, যা অনেকক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝি ও কুসংস্কারে ভরা। বিশেষতঃ লুপাস আক্রান্তদের বেশীর ভাগই নারী হওয়ায় এই অপব্যখ্যা ও ভুল বুঝাবুঝির মাত্রা আরো তীব্র ও অমার্যাদাকর হয়ে থাকে। এতে রোগীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। রোগী নিজেকে নিতান্তই পরিবার ও সমাজের কাছে এক অহেতুক বোঝা, অপাংক্তেয় ও অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করতে থাকে। তবে প্রকৃত বাস্তবতা কিন্তু ভিন্নরূপ হতে পারে। লুপাস সম্পর্কে পারিপার্শ্বিক এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কুসংস্কার ও অনুমান-নির্ভর ধারণা পাল্টিয়ে সচেতন একজন লুপাস রোগীর পক্ষে বেশ স্বাভাবিক জীবন-যাপন সম্ভব। এই শুভ উপলব্ধি থেকে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, নিবিড় সংযোগ তৈরী, রোগীর ক্ষমতায়ন ও সহায়তা প্রদান করা জরুরি। যে কোন রোগীর জন্য সময়মতো ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া ও নিয়মিত ওষুধ সেবন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে লুপাসের মতো দীর্ঘমেয়াদী রোগের ক্ষেত্রে আরো গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হলো রোগের ইতিহাস ও গতি প্রকৃতি সম্পর্কে সকল তথ্য ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষণ করা ও ডাক্তারে সাথে পরামর্শের সময় সঠিকভাবে তুলে ধরা। সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় ও তা উপশম বা নিরাময়ের জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা নির্ধারণে এসব তথ্য অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

আলোচনা অনুষ্ঠানে আরো জানানো হয়, লুপাস হলো বিশ্বের অন্যতম রহস্যময় ও বিনাসী এক রোগ, যা মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি সাধন করতে পারে। লুপাসের সাধারণ উপসর্গগুলো হলো-চুল পড়া, মাথা ব্যাথা, নাক ও গালের উপর প্রজাপতির পাখার মত লাল চাকা, চরম ক্লান্তি বা অবসাদ, জ্বর, মুখে বা নাকে ঘা, গিরায় ব্যাথা বা ফোলা, অস্বাভাবিক রক্ত জমাট, রক্তশূন্যতা, বুকের বা গভীর নিশ্বাসের সময় ব্যাথা, রোদ বা আলোয় শরীরের চামড়ায় প্রভাব বা জ্বালাপোড়া, ঠাণ্ডায় আঙ্গুল সাদা বা নীলাভ হয়ে যাওয়া এবং হাত, পা ও চোখের চারপাশে ফোলা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে, লুপাস বা এসএলই মানে সিস্টেমিক লুপাস ইরাথেমেটোসাস (Systemic Lupus Erythematosus -SLE). এসএলই রোগে রোগীর রোগ প্রতিরোধকারী সিস্টেম নিজের শরীরের বিরুদ্ধে কাজ করা শুরু করে। এই রোগকে সিস্টেমিক বলা হয়, কারণ এই রোগটি শরীরে বিভিন্ন সিস্টেম (যেমনঃ চর্ম MSK System, স্নায়ুতন্ত্র, রক্তসঞ্চালন তন্ত্র, কিডনী ইত্যাদিকে) আক্রমণ করে। ইরাথেমেটোসাস শব্দটির অর্থ ত্বকের কিছু অংশ লাল হয়ে যাওয়া। লুপাস একটি গ্রীক শব্দ যার অর্থ নেকড়ে। যেহেতু এই রোগের আক্রমণ অনেকটা নেকড়ের আক্রমণের মত আকস্মিক, তাই একে লুপাস বলা হয়। আজ পর্যন্ত এই রোগের সঠিক কোন কারণ সম্পূর্ণ জানা যায়নি।